ইত্তেফাক

তারিখ ৮।১।৮১ পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

498

159

লালমনিরহাট কলেজে বি, এস-সি ক্লাস খোলা হোক

উত্তরবঙ্গের মধ্যে লালমনিরহাট একটি গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর। এখানে অনেকগুলি স্কুল ও একটি কলেজ আছে। কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে প্রতিবৎসর শত শত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। বিজ্ঞান বিভাগেই বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রতিবৎসর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাস করে। কিন্তু কলেজে বি, এস-সি ক্লাস না থাকায় বি-এস-সি পড়ার জন্য রংপুর শহরে অথবা সুদূর পাটগ্রামে যাইতে হয়। যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাহাদের পক্ষে বাড়ীঘর ছাড়িয়া দূরে অবস্থান করিয়া পড়াশুনা করা অত্যন্ত কষ্টকর। তাই তাহাদেরকে হয় লেখাপড়া বাদ দিতে হয় নতুবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও বি, এ/বি, কম ক্লাসে ভর্তি হইতে হয়। গরীব ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে তাহাদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে ও কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে সক্ষম হয়, এজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ লালমনিরহাট কলেজে বি, এস-সি ক্লাস খোলার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রত্যাশা।

—মোঃ খাবিদুর রহমান, বি, এ, দ্বিতীয় বর্ষ, লালমনিরহাট কলেজ এবং মোঃ আবদুল আউয়াল, সম্মান (অর্থনীতি) পরীক্ষার্থী, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

প্রকাশিত পত্র প্রসঙ্গে

'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ১৩৮৭ বাংলা সনের ১৬ই পৌষ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'রাংগামাটি কলেজের সমস্যা' শীর্ষক পত্রখানির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত পত্রের লেখক কুশল দেওয়ান, বনরূপা, রাংগামাটি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ঠিকানা মোতাবেক কুশল দেওয়ান নামে কোন ব্যক্তি আছে কি না আমার জানা নাই। তবে আমার নামের সঙ্গে পত্র লেখকের নামের মিল থাকায় আমাকে লইয়া জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাহাতে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেই জন্য জানাইতেছি যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত পত্র লিখি নাই বা এই ব্যাপারে আমি কোন কিছু জ্ঞাত নই।

কুশল দেওয়ান, উপ-পরিচালক (সম্প্রসারণ), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, বনরূপা, রাংগামাটি।

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

আমরা ১৯৭৯ সনে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় পাস করিয়া প্রকৌশল বিজ্ঞান পড়ার আশায় আজ পর্যন্ত ভর্তির অপেক্ষায় আছি। শিক্ষকের অভাবহেতু গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ শিক্ষা বর্ষে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় নাই। প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হইব—এই বুকভরা আশা নিয়া এ বছরও আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। তিনটি কলেজের কর্তৃপক্ষ এইবারও সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, সরকার যদি শিক্ষক সমস্যার সমাধান না করেন তবে তাহারা এই বছর অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ শিক্ষা বর্ষেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবেন না। আমাদের ভর্তি সমস্যাটি নিয়া আমরা আজ দুইবছর কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন জানাইলেও সরকার সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে আমরা আজ দুই বছর লেখাপড়া হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন যে, শিক্ষকরা যথোপযুক্ত বেতন না পাইয়া শিক্ষকতার পেশা ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করিতেছেন। তাহা হইলে এখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সরকার কেন তাহাদের বিদেশ যাওয়ার পথ বন্ধ করেন না বা তাহাদেরকে আকর্ষণীয় বেতন দেন না? যদি ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালাইতে সরকার ব্যর্থ হন তবে কেন দিনাজপুর ও দেশের বিভিন্ন স্থানে নয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইতেছে?

শিক্ষক সমস্যার দরুন দুইটি সেশনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য আজ পর্যন্ত আরও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেন নাই?

দুইটি সেশন একত্রিত হওয়ার পরও যদি এবছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করা হয় তাহা হইলে আমাদের দুর্ভোগের সীমা থাকিবে কি? মাননীয় প্রেসিডেন্টের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আদেশ দিয়া প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সমস্যা সমাধান করিয়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হউক।

—মোঃ গোলাম মোস্তফা, এন, নবী চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন ও হুমায়ুন কবীর, ৫/১, গোপীমোহন বসাক লেন, ঢাকা।